আমার তথ্য জানার অধিকার

গল্প-১

আজাদ গ্রামের উদ্যোগী যুবক। এলাকার কলেজ থেকে বিএ পাস করেছে। আজাদ চাকরি না করে নিজ উদ্যোগে উপার্জন করতে চায়, স্বনির্ভর হতে চায়। তার ইচ্ছা, সে একটা মুরগির ফার্ম করবে। কিন্তু তার কোনো পুঁজি নেই। সে শুনেছে, উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস থেকে যুবকদের স্বকর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ ও ঋণ দেয়া হয়। সে বিষয়টি ভালোমতো খোঁজ করতে উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসে যায় কিন্তু কোনো সঠিক তথ্য সে পায় না।

আজাদ এখন কী করবে?

- সে কি তার স্বনির্ভর হওয়ার স্বপ্ন ত্যাগ করবে? নাকি
- তথ্যগুলো জানার চেষ্টা করবে?

গল্প-২

জয়তুন বেগমের তিনকুলে কেউ নেই। ঘূর্ণিঝড় 'আইলা'তে সে তার স্বামী-সন্তান, ঘরবাড়ি– সব হারিয়েছে। এখন এবাড়ি-ওবাড়ি কাজ করে নিজের পেটটা চালিয়ে নেয় জয়তুন বেগম। আইলা ঝড়ের পর একটা এনজিও থেকে তাকে একটা নড়বড়ে ঘর তৈরি করে দেয়া হয়েছে এবং আরেকটি এনজিও দিয়েছে একটি গরু। একটুখানি হাওয়া দিলেই ঘরটার 'এই পড়ে তো ওই পড়ে' অবস্থা। পাশের গাছ থেকে আমড়াটি-বরইটি টিনের চালে খসে পড়লে চালের টিন দুমড়ে যায়।

জয়তুনের জানতে ইচ্ছা করে, তার এই ঘর তৈরির জন্য এনজিও কত টাকা এনেছিল? এই ঘর বানাতে কত টাকা খরচ হয়েছে? গরু কেনার জন্য এনজিওর বাজেট কত ছিল? গরুটি তারা কত টাকায় কিনেছে?

জয়তুন বেগম কি এই তথ্যগুলো জানতে পারবে,
নাকি 'দয়া করে যা দিয়েছে তাই অনেক'
ধরে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে।

আজাদ যে সেবা পেতে চায় এবং জয়তুন বেগম যে সেবা পেয়েছে তা কারো দয়া নয়। এটা তাদের অধিকার। এই সেবা নিয়ে তাদের মনে যে প্রশ্ন তা জানতে পারাও তাদের অধিকার।

মানুষের জানার অধিকার প্রতিষ্ঠা করে ২০০৯ সালে
'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' পাস হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন অনুসারে কোনো নাগরিক তথ্য চেয়ে আবেদন করলে কর্তৃপক্ষ তাকে তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য। সকল সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি সাহায্যপুষ্ট এনজিওকে এই আইনে কর্তৃপক্ষ হিসেবে ধরা হবে।

আজাদ ও জয়তুন বেগম এ অবস্থায় কী করতে পারে?

আজাদ 'উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসের কার্যক্রম এবং প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রাপ্তি সংক্রান্ত' তথ্য চেয়ে উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে নির্ধারিত 'ক' ফরম পূরণ করে আবেদন করতে পারে।

একইভাবে জয়তুন বেগম ওই এনজিওর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে 'ঘর নির্মাণ ও গরু কেনার জন্য বরাদ্দ ও এ কাজে ব্যয়ের হিসাব' চেয়ে আবেদন করতে পারে।

তথ্যের জন্য আবেদন নেয়া ও তথ্য দেয়া সংক্রান্ত কাজের জন্য সব অফিসে একজন দয়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আছেন

তথ্যের জন্য আবেদন করতে হলে নির্ধারিত 'ক' ফরম পূরণ করে আবেদন করতে হয়

আজাদ ও জয়তুন বেগম কীভাবে তথ্য পাবেন?

- আবেদনের ২০ কার্যদিবসের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য দেবেন।
- প্রদত্ত তথ্যের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর অধীনে এই তথ্য সরবরাহ করা হইয়াছে' কথাটি লিখে দেবেন এবং সেখানে তার নাম, পদবি, স্বাক্ষর ও দাপ্তরিক সিল দিয়ে দেবেন।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য দিতে অপারগ হলে ১০ কার্যদিবসের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে লিখিতভাবে জানাবেন।
- আজাদ ও জয়তুন বেগমকে তথ্যের জন্য নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যদি তথ্য না দেন?

তথ্য চাওয়ার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জবাব দিলে আজাদ ও জয়তুন বেগম যদি সেই 'জবাবে খুশি না হন'? অথবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যদি 'কোন জবাব না দেন'?

তথ্য চেয়ে তথ্য না পেলে আপিল করুন

কার কাছে আপিল করবেন?

যে অফিসে তথ্য চেয়ে আবেদন করা হয়েছে তার উর্ধ্বতন অফিসের প্রধানের কাছে। অথবা

যাদের উর্ধ্বতন অফিস নেই তাদের ক্ষেত্রে ঐ অফিসের প্রধানের কাছে।

কীভাবে আপিল করবেন?

- আবেদন করে তথ্য পেতে ব্যর্থ হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে আপিল করতে হবে।
- নির্ধারিত 'গ' ফরম পূরণ করে আপিল আবেদন করতে হবে।
- আপিল কর্তৃপক্ষ আপিল আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে আপিলের সিদ্ধান্ত দেবেন।
- তিনি তথ্য সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেবেন অথবা গ্রহণযোগ্য না হলে আপিল আবেদন খারিজ করে দেবেন।

তথ্য অধিকার আইন জনগণের আইন। দেশের সকল আইন জনগণের ওপর প্রয়োগ করার জন্য। তথ্য অধিকার আইনই একমাত্র আইন, যা জনগণ কর্তৃপক্ষের ওপর প্রয়োগ করতে পারে।

মোহাম্মদ ফারুক
প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

আপিল করে তথ্য না পেলে তথ্য কমিশনে অভিযোগ করতে হবে

অভিযোগ ও এর নিষ্পত্তি

- আপিলে তথ্য না পেলে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে হবে।
- তথ্য কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন সংস্থা যা 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' বাস্তবায়নের সর্বোচ্চ সংস্থা।
- অভিযোগের জন্য নির্ধারিত ফরমে (ফরম-ক) অভিযোগ দায়ের করতে হয়।
- তথ্য কমিশন সাধারণভাবে ৪৫ দিন অথবা সর্বোচ্চ ৭৫ দিনের মধ্যে অভিযোগের সমাধান করবে।
- তথ্য কমিশন তথ্য দেয়ার আদেশসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে 'জরিমানা' করতে এবং প্রয়োজনে 'বিভাগীয় শাস্তি' প্রদানের জন্য অনুরোধ করতে পারবে।

তথ্য অধিকার আইন কেন?

জনগণ দেশের মালিক। সুতরাং দেশের তথ্য জনগণের জানার অধিকার রয়েছে। তথ্য অধিকার জনগণের ক্ষমতায়নের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। জনগণের তথ্য জানতে পারলে সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি ও বিদেশি টাকায় চলে, এমন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে, দুর্নীতি কমবে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

তথ্য অধিকার আইন আপনার জন্য। আসুন, তথ্য চেয়ে আবেদন করি; নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করি।

তথ্যের জন্য আবেদন, আপিল ও অভিযোগ-প্রক্রিয়া এবং তথ্য অধিকার আইনসংক্রান্ত যেকোনো সহায়তার জন্য যোগাযোগ : ০১৭২৭৫৪৯৬৮৬

(শনি থেকে বৃহস্পতি, সকাল ১০টা - বিকেল ৫টা)

তথ্য কমিশন

MRDI